দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 MAR 1988 পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

069

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে জনগণের সহযোগিতা

03 MAR 1988

আবদুল আজিজ চৌধুরী

স্কুল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের প্রয়োজনেই আমাদের দেশে স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে ওঠার প্রচলন বহু পূর্ব থেকেই বলে প্রচলিত। ব্রিটিশ শাসনামলের প্রারম্ভে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে একজন ধর্মযাজক "অ্যাডাম" সাহেব আমাদের দেশে মুসলিম শাসনামলের গ্রাম্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে তৎকালীন বাংলা ও বিহারে লক্ষাধিক গ্রাম্য পাঠশালা, মক্তব, মাদ্রাসা ও টোল ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ছিল। সরকারের পক্ষ হইতে এই সমস্ত গ্রাম্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতার কোন ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্তীকালে তৎকালীন ব্রিটিশ, ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শদাতা লর্ড মেকলের রিপোর্টে জানা যায় যে ব্রিটিশ শাসনের স্বার্থে জেলা সদরসমূহে কতিপয় উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় সরকারী উদ্যোগে ও নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয় সেগুলিকে তৎকালীন সরকার স্বীকৃতি দিয়ে আর্থিক সাহায্যের প্রচলন করেন। অবশেষে বাংলাদেশ (গ্রাম্য) প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯০০ অনুযায়ী সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের লক্ষ্যে জেলা বোর্ডের অধীনে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারের এই উদ্যোগ কেবলমাত্র শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বেতন প্রদান ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল। জমি, স্কুলগৃহ, আসবাবপত্র, শিক্ষাপোকরণ ইত্যাদি ব্যাপরে স্থানীয় জনসাধারণকেই ব্যয়ভার বহন করতে হত। স্কুলের সার্বিক উন্নতির জন্য স্থানীয় জনসাধারণকেই বেশি উদ্যোগ নিতে হত। মুসলিম শাসনামলে যে সমস্ত গ্রাম্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হত পরবর্তীকালে বৃটিশ শাসনামলে তা সরকারের স্বীকৃতি ও আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা পুষ্ট হয়ে পরিচালিত হতে থাকে এবং অবশেষে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৪ সন হতে বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে বর্তমানে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অগ্রগতির যে বিবরণ পাওয়া যায় তাকে সন্তোষজনক বলা যায় না। কোন দেশের সরকার শিক্ষা সম্প্রসারণ ক্ষেত্রে একক দায়িত্ব পালন করে সফলতা অর্জন করতে পারেনি। স্থানীয় জনসাধারণ বা সমাজের সহযোগিতা ছাড়া কোন শিক্ষা কার্যক্রমই সফল হতে পারে না। তাই আমাদের ও সমাজ বা স্থানীয় জনসাধারণের শুধু সহযোগিতাই নয় শিক্ষা কর্মসূচীর সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারকে সম্পৃক্ত করিয়া সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতার উৎস নির্ধারণ

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ সরকারীকরণের পূর্বে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ করে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, দাতা ও নেতৃস্থানীয় অভিভাবকবৃন্দ স্কুলের সর্বাধিক উন্নতিকল্পে জড়িত হয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এবং স্কুলগৃহ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য বিষয়ে নিজেদের সাধ্যমত স্থানীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করে স্কুল পরিবেশকে উন্নতি করার প্রয়াস পাচ্ছেন। কিন্তু স্কুলগুলি সরকারীকরণের পর সমাজ ও স্থানীয় জনসাধারণের এই প্রবণতা আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকে এবং বর্তমানে স্কুল উন্নয়নে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা নেই বললেই চলে। কারণ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে স্কুলগৃহ, নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদি ব্যাপারে সামাজিক বা স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতার কোন ব্যবস্থা না রাখায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি আজ সমাজ হতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এই অব্যবস্থা নিরসনের জন্য স্কুল ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতার উৎসগুলি চিহ্নিত করা আবশ্যক। শিক্ষক, স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তা ও অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাগণ স্থানীয় জনসাধারণের সংগে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতিকল্পে সহযোগিতার জন্য নিম্নবর্ণিত উৎসগুলিকে প্রেরণা যোগাবেনঃ স্কুলের ম্যানেজিং [illegible]টি, শিক্ষক অভিভাবক [illegible] মসজিদ সমাজ, বিভিন্ন [illegible]ভাগের (কৃষি, স্বাস্থ্য [illegible] সমাজসেবা ইত্যাদি) স্থানী[illegible] সম্প্রসারণ কর্মীবৃন্দ, সামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত স্থানীয় যুব সংঘ ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাগণ যদি উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা দ্বারা বিদ্যালয়কে সকল প্রকার সামাজিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করতে পারেন তাহলে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ স্কুলের সঠিক উন্নতিকল্পে আগ্রহশীল ও তৎপর হয়ে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় জনসাধারণ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রগুলিতে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারেনঃ স্কুল গমনোপযোগী বয়সের শিশুদের জরিপ, জরিপকৃত শিশুদের স্কুলে ভর্তি ও দৈনিক উপস্থিতি বৃদ্ধি, স্কুলে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রী যাতে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ সমাপ্তকরণের পূর্বে স্কুল ত্যাগ না করেন তার ব্যবস্থা, স্কুলগৃহ নির্মাণ, মেরামত, সংস্কার ও আসবাবপত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা, বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ও অন্যান্য জাতীয় অনুষ্ঠান উদযাপন, ছাত্রছাত্রীদের জীবন ভিত্তিক শিক্ষা কর্মসূচীতে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের সম্প্রসারণ কর্মীর অংশ গ্রহণ।

কিভাবে সহযোগিতা করতে পারেন

স্কুলে যতজন শিক্ষক স্কুল এলাকাকে ততভাগে ভাগ করে এক একটি এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক শিশু জরিপ, দৈনিক উপস্থিতি ও শিশুদের স্কুল ত্যাগ, বন্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে এলাকার ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নেতৃস্থানীয় অভিভাবক, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের সমন্বয়ে একটি সংস্থা গঠন করে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে অভিভাবকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তারা অত্যন্ত উৎসাহবোধ করবে, আনন্দিত হবে এবং স্কুলের প্রতি অনুরাগী হবে। ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষক অভিভাবক সমিতির মাসিক অধিবেশনে নির্দিষ্ট এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকগণ স্ব-স্ব এলাকার ছাত্রছাত্রীদের জরিপ অনুযায়ী স্কুলে ভর্তি, নিয়মিত উপস্থিতি, স্কুল ত্যাগ বন্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে একটি মাসিক রিপোর্ট পেশ করবেন এবং উক্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে মাসিক মিটিং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে খুবই সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যাবে।

স্কুলগৃহ নির্মাণ, মেরামত, সংস্কার, আসবাবপত্র ও শিক্ষা-উপকরণ ইত্যাদি ব্যাপারে বর্তমানে প্রচলিত ঠিকাদারের পরিবর্তে স্কুল ম্যানেজিং কমিটিকে সম্পৃক্ত করলে কমিটিকে সদস্যবৃন্দ খুবই উৎসাহবোধ করবে এবং কাজের মান উন্নত ও ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস পাবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি জনসাধারণের প্রদত্ত জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ইহার রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের দায়িত্ব তাদের হাতে থাকাই যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন। নিজেদের দানকৃত জমির ওপর নিজেদের ছেলেমেয়েদের জন্য ঘর ও আসবাবপত্র নির্মাণে অংশগ্রহণ করতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় জনসাধারণ উৎসাহবোধ করবেন এবং কাজের পরিমাণ ও গুণগত মানন্নোনের জন্য যত্নবান ও সচেষ্ট হবেন।

৬-এর কঃ দ্রঃ

বিদ্যালয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সভা, ক্রীড়ানুষ্ঠান ও অন্যান্য জাতীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারলে তাদের সন্তানসন্ততিদের কৃতিত্ব স্বচক্ষে দেখে স্কুলের প্রতি তারা স্বাভাবিকভাবেই অনুরাগী হবেন এবং স্কুলের উন্নতি বিষয়ক যেকোন কাজে সহযোগিতার হাত বাড়াতে কুন্ঠবোধ করবেন না।

স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা অর্জনে শিক্ষক এবং স্থানীয় শিক্ষা অফিসারদের উদ্ভাবনীশক্তি, সুস্পষ্ট চিন্তাধারা দৃঢ় মনোবল, সৎ সাহস ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হতে হবে। উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসারগণ স্ব-স্ব এলাকার বিদ্যালয় সমূহের ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষক অভিভাবক সমিতির অধিবেশনে যোগদান করে স্কুলের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক যে অত্যন্ত নিবিড় তা পরিষ্কাররূপে বুঝিয়ে দিবেন। শিক্ষা শুধু স্কুল জীবনের সীমাবদ্ধ নয়। সমাজের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিবিড়। স্কুল, [illegible] ও সমাজ এই তিনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাই শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাজ। একে অন্যের অনুপূরক ও পরিপূরক হিসাবে কাজ না করলে স্কুলের শিক্ষার উন্নতি সম্ভব হবে না। তাই শিক্ষক অভিভাবক সমিতির মাধ্যমেই স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা অর্জন সবচেয়ে ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা যায়। এই সমিতি স্থানীয় দাবীদাওয়া সমস্যা ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করে শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যনির্ধারণ করে। স্থানীয় শিক্ষা সম্পর্কে এ জাতীয় সমিতি যত বেশি সজাগ ও সক্রিয় এবং শিক্ষার উন্নতি বিধানে তৎপর সেই জায়গার স্কুলগুলি ততবেশি অগ্রসর ও উন্নত। বস্তুত শিক্ষকের একক প্রচেষ্টায় কোন শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। শিক্ষা অফিসার, শিক্ষক অভিভাবক এবং সমাজের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদান প্রদানে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজ সুন্দর ও সফল করার পন্থা আবিষ্কৃত হয়, সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয় এবং সমবেত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়।